পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাদেবের অংশী ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের বর্ণনা করেছেন। ভগবান অনন্তদেব, যাঁর মূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী, তিনি পাতালের মূলদেশে বিরাজ করেন। তিনি শিবের অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজ করে তাঁকে সংহার কার্যে সাহায্য করেন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। তিনি অহংকারের অধিষ্ঠাতা। সমস্ত জীবদের আকর্ষণ করেন বলে তাঁকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবান সঙ্কর্ষণের ফণায় সর্ষের মতো বিরাজ করছে। তাঁর ললাট থেকে জগৎ সংহারকারী শক্তি রুদ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সঙ্কর্ষণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই বহু ভক্ত তাঁর বন্দনা করেন এবং পাতাললোকে সমস্ত সুর, অসুর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও মুনি-ঋষিরা সর্বদা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন; এবং তিনিও মধুর বাক্যে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর শ্রীমূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী এবং অত্যন্ত সুন্দর। যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর শ্রীমুখে সঙ্কর্ষণের মহিমা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। সমগ্র জড় জগৎ শ্রীঅনন্তদেবের পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। তাই তাঁকে সৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। তাঁর শক্তির অন্ত নেই, এবং তাঁর মহিমা অনন্ত মুখে বর্ণনা করেও কেউই শেষ করতে পারে না। তাই তাঁর নাম অনন্ত। সমস্ত জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে অনন্তদেব তাঁর বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকট করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীঅনন্তদেবের মহিমা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতানন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষতে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্য**—পাতাললোকের; **মূল-দেশে**—মূলভাগে; **ত্রিংশৎ**—ত্রিশ; **যোজন**—আট মাইল দূরত্ব; **সহস্র-অন্তরে**—এক হাজার (যোজন) পরে; **আস্তে**—রয়েছে; **যা**—যার; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কলা**—অংশের অংশ; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **তামসী**—তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত; **সমাখ্যাতা**—নামক; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **ইতি**—এইভাবে; **সাত্বতীয়াঃ**—ভক্তগণ; **দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ**—জড় এবং চেতনের; **সঙ্কর্ষণম্**—আকর্ষণ করেন; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **অভিমান**—স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **যম্**—যাঁকে; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ; **ইতি**—এইভাবে; **আচক্ষতে**—পণ্ডিতেরা বলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, পাতাললোকের ৩০,০০০ যোজন নীচে ভগবানের আর এক অবতার রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন অনন্ত বা সঙ্কর্ষণ নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশ। তিনি সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তমোগুণের অবতার শ্রীরুদ্রের দ্বারা পূজিত হন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। ভগবান অনন্তদেব জড়া প্রকৃতির তমোগুণের এবং বদ্ধ জীবের অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। বদ্ধ জীব যখন মনে করে, "আমি ভোক্তা, এবং এই জগৎ আমার ভোগের জন্য," এই ধারণা সঙ্কর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মায়াবাদ দর্শন অনুসরণকারী এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা *অহং ব্রহ্মাস্মি* এবং *সো অহম্* বৈদিক মন্ত্রের কদর্থ করে বলে, "আমি ব্রহ্ম" এবং "আমি ভগবান"। এই প্রকার যে ভ্রান্ত ধারণার ফলে মানুষ নিজেকে পরম ভোক্তা বলে মনে করে, তা হচ্ছে মায়া। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (৫/৫/৮) বর্ণনা করা হয়েছে—*জনস্য মোহোঽয়ম্ অহং মমেতি* । এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

"সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে আমি তাদের স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি প্রদান করি।" ভগবান সকলের হৃদয়ে সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান, এবং অসুরেরা যখন মনে করে

যে, তারা হচ্ছে ভগবান, তখন তিনি তাদের সেই তমসায় আচ্ছন্ন করে রাখেন। এই প্রকার আসুরিক ভাবাপন্ন জীবেরা যদিও ভগবানের নগণ্য অংশ মাত্র তবু তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু এই বিস্মৃতি সঙ্কর্ষণ সৃষ্টি করেন, তাই তাঁকে কখনও কখনও *তামসী* বলা হয়। *তামসী* নামের অর্থ এই নয় যে তাঁর শরীর জড়। তিনি সর্বদাই চিন্ময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তামসিক কার্যকলাপের নিয়ন্তা রুদ্রের অন্তর্যামী পরমাত্মা, তাই সঙ্কর্ষণকে কখনও কখনও *তামসী* বলা হয়।

শ্লোক ২

যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

যস্য—যাঁর; **ইদম্**—এই; **ক্ষিতি-মণ্ডলম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনন্ত-মূর্তেঃ**—অনন্তদেবরূপে; **সহস্র-শিরসঃ**—সহস্র ফণা সমন্বিত; **একস্মিন্**—এক; **এব**—কেবল; **শীর্ষণি**—ফণা; **ধ্রিয়মাণম্**—ধারণ করছেন; **সিদ্ধার্থঃ ইব**—একটি সর্ষের দানার মতো; **লক্ষ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্রহ্মাণ্ডটি সহস্র ফণা সমন্বিত ভগবান অনন্তদেবের একটি ফণায় অবস্থান করে একটি সর্ষের দানার মতো প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক ৩

যস্য হ বা ইদং কালেনোপসঞ্জিহীর্ষতোঽমর্ষবিরচিতরুচিরভ্রমদ্ভ্রুবো-রন্তরেণ সাঙ্কর্ষণো নাম রুদ্র একাদশব্যূহস্ত্র্যক্ষস্ত্রিশিখং শূল-মুত্তম্ভয়ন্নুদতিষ্ঠৎ ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; **হ বা**—বস্তুতপক্ষে; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **কালেন**—যথাসময়ে; **উপসঞ্জিহীর্ষতঃ**—ধ্বংস করার বাসনায়; **অমর্ষ**—ক্রোধবশে; **বিরচিত**—নির্মিত; **রুচির**—অতি সুন্দর; **ভ্রমৎ**—ঘূর্ণায়মান; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূযুগল; **অন্তরেণ**—মধ্যে; **সঙ্কর্ষণঃ নাম**—সঙ্কর্ষণ নামক; **রুদ্রঃ**—শিবের অবতার; **একাদশ-ব্যূহঃ**—একাদশ বিস্তার;

ত্রি-অক্ষঃ—ত্রি-নেত্র; **ত্রি-শিখম্**—তিনটি শিখা সমন্বিত; **শূলম্**—ত্রিশূল; **উত্তম্ভয়ন্**—উত্তোলন করে; **উদতিষ্ঠৎ**—উত্থিত হন।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময়ে অনন্তদেব যখন সমগ্র সৃষ্টি সংহার করতে ইচ্ছা করেন, তখন ক্রোধবশত তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন একাদশ রুদ্ররূপী সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র উত্থিত হন। তিনি সমগ্র সৃষ্টি সংহার করার জন্য আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক সৃষ্টিতে জীবাত্মাদের বদ্ধ অবস্থার কার্যকলাপ সমাপ্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়। যখন তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে, তখন ভগবান সঙ্কর্ষণ ক্রুদ্ধ হন। তাঁর সেই ক্রোধের ফলে তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ভ্রূযুগলের মধ্যে একাদশ রুদ্র প্রকাশিত হন এবং তাঁরা একত্রে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৪

যস্যাঙ্ঘ্রিকমলযুগলারুণবিশদনখমণিষণ্ডমণ্ডলেষ্বহিপতয়ঃ সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ স্ববদনানি পরিস্ফুরৎকুণ্ডলপ্রভামণ্ডিতগণ্ডস্থলান্যতিমনোহরাণি প্রমুদিতমনসঃ খলু বিলোকয়ন্তি ॥ ৪ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি-কমল**—শ্রীপাদপদ্মের; **যুগল**—যুগলের; **অরুণ-বিশদ**—অরুণ বর্ণ; **নখ**—নখের; **মণি-ষণ্ড**—মণির মতো; **মণ্ডলেষু**—গোলাকার পৃষ্ঠদেশে; **অহিপতয়ঃ**—নাগপতিদের; **সহ**—সঙ্গে; **সাত্বত-ঋষভৈঃ**—শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ; **একান্ত-ভক্তিযোগেন**—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে; **অবনমন্তঃ**—প্রণতি নিবেদন করে; **স্ব-বদনানি**—তাদের স্বীয় মুখমণ্ডলের; **পরিস্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডলের; **প্রভা**—জ্যোতির দ্বারা; **মণ্ডিত**—অলঙ্কৃত; **গণ্ড-স্থলানি**—যাঁদের গাল; **অতি-মনোহরাণি**—অত্যন্ত সুন্দর; **প্রমুদিত-মনসঃ**—প্রসন্ন চিত্তে; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **বিলোকয়ন্তি**—তারা দর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মের অরুণবর্ণ স্বচ্ছ নখরূপ মণিমণ্ডল দর্পণরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ-সহ নাগপতিরা যখন ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবান সঙ্কর্ষণের প্রতি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেন, তখন তাঁরা তাঁর পদনখে তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হতে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁদের গণ্ডদেশ অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

শ্লোক ৫

যস্যৈব হি নাগরাজকুমার্য আশিষ আশাসানাশ্চার্বঙ্গবলয়বিলসিতবিশদ বিপুলধবলসুভগরুচিরভুজরজতস্তম্ভেষ্বগুরুচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কানুলেপেনা-বলিম্পমানাস্তদভিমর্শনোন্মথিতহৃদয়মকরধ্বজাবেশরুচিরললিত-স্মিতাস্তদনুরাগমদমুদিতমদবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোকনয়নবদনারবিন্দং সব্রীড়ং কিল বিলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥

যস্য—যাঁর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **নাগ-রাজ-কুমার্যঃ**—অবিবাহিতা নাগরাজকন্যারা; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আশাসানাঃ**—আশা করে; **চারু**—সুন্দর; **অঙ্গ-বলয়**—অঙ্গের বলয়; **বিলসিত**—শোভিত; **বিশদ**—নির্মল; **বিপুল**—দীর্ঘ; **ধবল**—শ্বেত; **সুভগ**—সৌভাগ্যসূচক; **রুচির**—সুন্দর; **ভুজ**—তাঁর বাহু; **রজত-স্তম্ভেষু**—রূপার স্তম্ভের মতো; **অগুরু**—অগুরু; **চন্দন**—চন্দন; **কুঙ্কুম**—কুমকুমের; **পঙ্ক**—পঙ্কের দ্বারা; **অনুলেপেন**—অনুলেপনের দ্বারা; **অবলিম্পমানাঃ**—লেপন করে; **তৎ-অভিমর্শন**—তাঁর অঙ্গের স্পর্শ দ্বারা; **উন্মথিত**—বিক্ষুব্ধ; **হৃদয়**—তাদের হৃদয়ে; **মকরধ্বজ**—কামদেবের; **আবেশ**—প্রবেশ করার ফলে; **রুচির**—অত্যন্ত সুন্দর; **ললিত**—কোমল; **স্মিতাঃ**—যাঁর হাস্য; **তৎ**—তাঁর; **অনুরাগ**—অনুরাগের; **মদ**—মত্ততা; **মুদিত**—প্রসন্ন; **মদ**—দয়াবশত মাদকতা; **বিঘূর্ণিত**—ঘূর্ণায়মান; **অরুণ**—অরুণ বর্ণ; **করুণ-অবলোক**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; **নয়ন**—চক্ষু; **বদন**—মুখমণ্ডল; **অরবিন্দম্**—পদ্মসদৃশ; **সব্রীড়ম্**—সলজ্জ; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **বিলোকয়ন্তি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান অনন্তদেবের সুন্দর সুদীর্ঘ বাহু সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তা মনোহর বলয় বিভূষিত। তাঁর বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র হওয়ার ফলে সেগুলিকে রজত স্তম্ভের মতো মনে হয়। সুন্দরী নাগরাজকন্যারা যখন ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্বাদ লাভের আশায় তাঁর বাহুতে অগুরু, চন্দন ও কুমকুম পঙ্ক অনুলেপন করেন, তখন তাঁর শ্রীহস্তের সংস্পর্শে তাঁদের হৃদয় কামাবেশে উন্মথিত হয়ে ওঠে। তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ভগবান তখন কৃপাপূর্ণ মধুর হাস্য সহকারে সেই রাজকন্যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তাঁদের মনের বাসনা তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে বলে বুঝতে পেরে তাঁরা তখন লজ্জিত হন। তখন তাঁরা মধুর হাস্য সহকারে মদ-বিঘূর্ণিত অরুণ বর্ণ, ভক্তপ্রেমে প্রসন্ন ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শের ফলে স্বাভাবিকভাবেই কামবাসনার উদয় হয়। ভগবান শ্রীঅনন্তদেব এবং যে সমস্ত রমণীরা তাঁকে আনন্দ দান করছিলেন, তাঁদের সকলের দেহই চিন্ময়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, চিন্ময় শরীরেও সমস্ত অনুভূতিগুলি রয়েছে। সেই কথা *বেদান্ত-সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, *আদি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে আদি-রস, যার উদ্ভব ভগবান থেকে হয়। কিন্তু, অপ্রাকৃত কাম এবং প্রাকৃত কামের পার্থক্য সোনা এবং লোহার পার্থক্যের মতো। অতি উন্নত স্তরের চিন্ময় উপলব্ধি সমন্বিত ভক্তেরাই কেবল রাধা এবং কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণ এবং ব্রজাঙ্গনাদের কামভাব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই, পারমার্থিক স্তরে অতি উন্নত উপলব্ধি সমন্বিত না হওয়া পর্যন্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলির আলোচনা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, কেউ যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠাপরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত হন, তা হলে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামক্রীড়ার আলোচনার ফলে তাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জড় কাম থেকে মুক্ত হবে এবং তিনি পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতি সাধন করবেন।

শ্লোক ৬

স এব ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষরোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অনন্তদেব; **অনন্ত-গুণ-অর্ণবঃ**—অন্তহীন গুণের সমুদ্র; **আদি-দেবঃ**—আদি ভগবান অথবা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন; **উপসংহৃত**—যিনি সংবরণ করেছেন; **অমর্ষ**—অসহিষ্ণুতা; **রোষ**—এবং ক্রোধ; **বেগঃ**—বেগ; **লোকানাম্**—এই জগতের সমস্ত লোকের; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলের জন্য; **আস্তে**—অবস্থান করছেন।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্কর্ষণ অনন্ত গুণের সমুদ্র, তাই তাঁর নাম অনন্তদেব। তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। এই জড় জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ সংবরণ করে তাঁর ধামে বিরাজ করছেন।

তাৎপর্য

অনন্তদেবের প্রধান কাজ জড় সৃষ্টি ধ্বংস করা, কিন্তু তিনি তাঁর ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা সংবরণ করেন। এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। সৃষ্টির পর তারা পুনরায় জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। বদ্ধ জীবের এই সমস্ত কার্যকলাপ অনন্তদেবের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তিনি তখন সমগ্র জড় জগৎ ধ্বংস করতে চান। তবু, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তিনি তাঁর ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা সংবরণ করেন। কোন বিশেষ সময়েই কেবল তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে এই জড় জগৎ ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৭

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরতমদমুদিত-বিকৃতবিহ্বললোচনঃ সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদ-বিবুধযূথপতীনপরিম্লানরাগনবতুলসিকামোদমধ্বাসবেন মাদ্যন্মধুকর-ব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজো ভগবান্মাহেন্দ্রো বারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষামুদারলীলো বিভর্তি ॥ ৭ ॥

ধ্যায়মানঃ—ধ্যান করছেন; **সুর**—দেবতা; **অসুর**—দানব; **উরগ**—সর্প; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর; **মুনি**—মুনি; **গণৈঃ**—গণ; **অনবরত**—নিরন্তর; **মদ-মুদিত**—মদবিহ্বল; **বিকৃত**—ইতস্তত বিচরণশীল; **বিহ্বল**—বিহ্বল; **লোচনঃ**—নয়ন; **সু-ললিত**—সুললিত; **মুখরিক**—বাণীর; **অমৃতেন**—অমৃতের দ্বারা; **আপ্যায়মানঃ**—আপ্যায়িত; **স্ব-পার্ষদ**—তাঁর পার্ষদগণ; **বিবুধ-যূথ-পতীন্**—দেবতাদের বিভিন্ন দলের নেতাগণ; **অপরিম্লান**—অম্লান; **রাগ**—কান্তি; **নব**—নবীন; **তুলসিকা**—তুলসী মঞ্জরীর; **আমোদ**—সৌরভের দ্বারা; **মধু-আসবেন**—এবং মধু; **মাদ্যন্**—উন্মত্ত হয়ে; **মধুকর-ব্রাত**—মৌমাছিদের; **মধুর-গীত**—মধুর সংগীতের দ্বারা; **শ্রীয়ম্**—যা আরও সুন্দর হয়েছে; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী মালা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **বনমালাম্**—মালা; **নীল-বাসাঃ**—নীল বসন পরিহিত; **এক-কুণ্ডলঃ**—কেবল একটি কুণ্ডল ধারণ করে; **হল-ককুদি**—হালের দণ্ড; **কৃত**—স্থাপন করে; **সুভগ**—মঙ্গলময়; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভুজঃ**—বাহু; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহেন্দ্রঃ**—দেবরাজ; **বারণ-ইন্দ্রঃ**—হাতি; **ইব**—সদৃশ; **কাঞ্চনীম্**—স্বর্ণময়; **কক্ষাম্**—কোমরবন্ধ; **উদার-লীলাঃ**—দিব্য লীলা-বিলাসকারী; **বিভর্তি**—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবতা, অসুর, উরগ (সর্পদেবতা), সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, এবং মুনিগণ নিরন্তর ভগবানের বন্দনা করছেন। ভগবানকে যেন মদভরে বিহ্বল বলে মনে হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণ বিকশিত পুষ্পসদৃশ নেত্র মদভরে ঘূর্ণায়মান। তিনি তাঁর পার্ষদ দেব যূথপতিদের তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর বাণীর দ্বারা আনন্দিত করছেন। তাঁর পরণে নীল বসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, পৃষ্ঠদেশে হল এবং তাঁর বাহুযুগল অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর। তাঁর অঙ্গকান্তি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো শুভ্র, তাঁর কোমরে স্বর্ণময়ী মেখলা এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা, তাতে যে নব নব তুলসী মঞ্জরী গ্রথিত রয়েছে, তার কান্তি কখনও ম্লান হয় না। তার মধুর সৌরভে মত্ত হয়ে মৌমাছিরা অত্যন্ত মধুর স্বরে গুঞ্জন করছে এবং তার ফলে তা আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ভগবান তাঁর উদার লীলা-বিলাস করছেন।

শ্লোক ৮

য এষ এবমনুশ্রুতো ধ্যায়মানো মুমুক্ষূণামনাদিকালকর্মবাসনা-গ্রথিতমবিদ্যাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্বরজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশু

নির্ভিনত্তি তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি; **এষঃ**—এই; **এবম্**—এইভাবে; **অনুশ্রুতঃ**—সদ্গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করে; **ধ্যায়মানঃ**—ধ্যান করেন; **মুমুক্ষূণাম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের; **অনাদি**—অনাদি; **কাল**—কাল; **কর্ম-বাসনা**—সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা; **গ্রথিতম্**—দৃঢ়ভাবে বদ্ধ; **অবিদ্যা-ময়ম্**—মায়াময়; **হৃদয়-গ্রন্থিম্**—হৃদয়ের গ্রন্থি; **সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ময়ম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা রচিত; **অন্তঃ-হৃদয়ম্**—হৃদয়ের অন্তস্তলে; **গতঃ**—গত; **আশু**—অতি শীঘ্র; **নির্ভিনত্তি**—ছেদন করে; **তস্য**—সঙ্কর্ষণের; **অনুভাবান্**—মহিমা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **স্বায়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **সহ**—সঙ্গে; **তুম্বুরুণা**—তুম্বুরু নামক বাদ্যযন্ত্র; **সভায়াম্**—সভায়; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **সংশ্লোকয়ামাস**—শ্লোকের আকারে বর্ণনা করছেন।

অনুবাদ

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যাঁরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা যদি গুরু-পরম্পরার ধারায় সদ্গুরুর শ্রীমুখ থেকে অনন্তদেবের মহিমা শ্রবণ করেন এবং নিরন্তর সঙ্কর্ষণের ধ্যান করেন, ভগবান তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে সমস্ত জড় কলুষ দূর করেন এবং অনাদি কাল ধরে সকাম কর্মের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেন। ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি সর্বদা তাঁর পিতার সভায় তুম্বুরু নামক বাদ্যযন্ত্র (অথবা গন্ধর্ব) সহ স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান অনন্তদেবের এই বর্ণনা কাল্পনিক নয়। সেগুলি দিব্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময়। কিন্তু, তা যদি গুরু-পরম্পরার ধারায় সদ্গুরুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ না করা হয়, তা হলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই জ্ঞান ব্রহ্মা নারদ মুনিকে দান করেছিলেন, এবং নারদ তাঁর সহচর তুম্বুরুসহ সারা ব্রহ্মাণ্ডে তা বিতরণ করেন। সুন্দর শ্লোকের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, বলে কখনও কখনও ভগবানকে উত্তমশ্লোক বলে বর্ণনা করা হয়। নারদ মুনি ভগবান অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করে বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেন, এবং তাই এই শ্লোকে *সংশ্লোকয়ামাস* (মনোনীত শ্লোকের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মা নারদের গুরু, নারদ শ্রীব্যাসদেবের গুরু, এবং ব্যাসদেব *বেদান্ত-সূত্রের* ভাষ্যরূপে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। তাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত ভক্তেরা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবান অনন্তদেবের সমস্ত কার্যকলাপ প্রামাণিক বলে মনে করেন, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বদ্ধ জীবের হৃদয়ের কলুষ ঠিক জড়া প্রকৃতির গুণের, বিশেষ করে রজ এবং তমোগুণের এক বিশাল আবর্জনার স্তূপের মতো। এই কলুষ কামবাসনা এবং জড় বিষয়ের প্রতি লোভরূপে প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, গুরু-পরম্পরার ধারায় দিব্য জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৯

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্ ।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ৯ ॥

উৎপত্তি—সৃষ্টির; **স্থিতি**—পালনের; **লয়**—এবং প্রলয়ের; **হেতবঃ**—মূল কারণ; **অস্য**—এই জড় জগতে; **কল্পাঃ**—কার্য করতে সক্ষম; **সত্ত্ব-আদ্যাঃ**—সত্ত্ব আদি গুণ; **প্রকৃতি-গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী; **যৎ**—যাঁর; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **আসন্**—হয়েছে; **যৎ-রূপম্**—যাঁর রূপ; **ধ্রুবম্**—অনন্ত; **অকৃতম্**—যাঁর সৃষ্টি হয়নি; **যৎ**—যে; **একম্**—এক; **আত্মন্**—তিনি স্বয়ং; **নানা**—বিভিন্ন; **অধাৎ**—প্রকাশ করেছেন; **কথম্**—কিভাবে; **উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **বেদ**—বুঝতে পারে; **তস্য**—তাঁর; **বর্ত্ম**—পথ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন কার্যের কারণ-স্বরূপ সক্রিয় করেন । সেই পরম আত্মা অনন্ত এবং অনাদি। তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর তত্ত্ব মানুষ কিভাবে অবগত হতে পারে?

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান যখন জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (*স ঐক্ষত*), তখন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকট হয় এবং জড় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভগবান সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন এবং তাই তিনি অনাদি এবং অবিকারী। অতএব কোন মানুষ, তা তিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকই হোন না কেন, কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব অবগত হতে পারে? *চৈতন্য-ভাগবতের* (*আদিখণ্ড* ১/৪৮/৫২ এবং ১/৫৮/৬৯) উদ্ধৃতিগুলি ভগবান অনন্তদেবের মহিমা বর্ণনা করে—

কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি 'কুমার'।
ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর ॥

"ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী এবং নারদ—এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের নিত্য দাস।

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু—ভক্তিরসময় ॥

"ভগবান শ্রীঅনন্তদেব উপরোক্ত এই সমস্ত নিষ্কলুষ ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। তাঁর সহস্র বদন ভক্তিরসে আপ্লুত।

আদিদেব, মহাযোগী, 'ঈশ্বর', 'বৈষ্ণব'।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব ॥

"ভগবান অনন্তদেব হচ্ছেন আদিপুরুষ, মহাযোগী, এবং পরম ঈশ্বর; অথচ সেই সঙ্গে তিনি আবার ভগবানের দাস, বৈষ্ণব। যেহেতু তাঁর মহিমার অন্ত নেই, তাই কেউ তাঁর তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হতে পারে না।"

সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল ॥

"আমি তাঁর ভগবানের সেবার কথা শোনালাম। এখন কিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে অনন্তদেব পাতালে বিরাজ করেন, সেই কথা আমি শোনাব।

শ্রীনারদ গোসাঞি 'তুম্বুরু' করি' সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥

"তুম্বুরু বাজিয়ে দেবর্ষি নারদ মুনি সর্বদা ব্রহ্মার সভায় ভগবান অনন্তদেবের মহিমা বর্ণনাপূর্বক বহু শ্লোক রচনা করে সেগুলি কীর্তন করেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃ পুনঃ ॥

"কেবল অনন্তদেবের দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতির তিন গুণ সক্রিয় হয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য বার বার সম্পাদন করে।

অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব ।
তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝিবে সে তত্ত্ব?

"ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, পরম সত্য এবং অনাদি হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনন্ত। তাঁর মহিমার তত্ত্ব কে অবগত হতে পারে?

শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্তি প্রভু ধরেন করুণায় ।
যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥

"তাঁর রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, এবং তিনি কৃপা করে তাঁর সেই রূপ প্রকাশ করেন। এই জড় জগতে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সেই রূপের দ্বারা লীলাস্বরূপে সম্পাদিত হয়।

যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী ।
নিজজন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী ॥

"তিনি সর্বদাই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য উৎসুক থাকেন।

যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সংকীর্তনে ।
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে ॥
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে ॥

"আমরা যদি কেবল ভগবান অনন্তদেবের নাম সমবেতভাবে কীর্তন করি, তা হলে বহু জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ নির্মল হয়ে যাবে। তাই বৈষ্ণব কখনও অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ হারান না।

'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর ।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার ॥

"ভগবান অনন্তদেব শেষ নামেও পরিচিত, কারণ তিনি আমাদের ভব-বন্ধন শেষ

করে দেন। কেবল তাঁর মহিমা কীর্তন করার ফলে সকলেই উদ্ধার লাভ করতে পারে।

অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে ।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥

"অনন্তদেব গিরি-পর্বত এবং সমুদ্র সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শিরে ধারণ করে রয়েছেন।

সহস্র ফণার এক-ফণে 'বিন্দু' যেন ।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন, 'আছে' হেন ॥

"তিনি এতই বিশাল এবং শক্তিশালী যে, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মস্তকে ঠিক একবিন্দু জলের মতো অবস্থান করছে। তা যে কোথায় রয়েছে, তাও যেন তিনি জানেন না।

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর ।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥

"তাঁর মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে থাকলেও অনন্তদেব তাঁর হাজার হাজার মুখে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন।

গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত ।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে—বলবন্ত ॥

"যদিও তিনি অনন্তকাল ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছেন, তবু তাঁর যশ তিনি গেয়ে শেষ করতে পারছেন না।

অদ্যাপিহ শেষদেব সহস্র-শ্রীমুখে ।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে ॥

"আজও ভগবান অনন্তদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করছেন এবং তাঁর শেষ খুঁজে পাচ্ছেন না।"

শ্লোক ১০

মূর্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র ।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্যঃ ॥ ১০ ॥

মূর্তিম্—পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপ; **নঃ**—আমাদের; **পুরু-কৃপয়া**—অত্যন্ত কৃপাবশত; **বভার**—প্রদর্শন করেছেন; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **সংশুদ্ধম্**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; **সৎ-অসৎ ইদম্**—কার্য ও কারণরূপে প্রকাশিত এই জগৎ; **বিভাতি**—প্রকাশিত হয়; **যত্র**—যাতে; **যৎ-লীলাম্**—যাঁর লীলা; **মৃগ-পতিঃ**—সমস্ত জীবের পতি, যিনি ঠিক (অন্য সমস্ত পশুর রাজা) সিংহের মতো; **আদদে**—শিক্ষা দিয়েছেন; **অনবদ্যাম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **আদাতুম্**—জয় করার জন্য; **স্ব-জন-মনাংসি**—তাঁর ভক্তের চিত্ত; **উদার-বীর্যঃ**—যিনি অত্যন্ত উদার এবং শক্তিমান।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ ভগবানের মধ্যে বিরাজমান। তাঁর ভক্তদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবশত তিনি তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়। পরমেশ্বর ভগবান পরম উদার এবং তিনি সমস্ত যোগ-ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর ভক্তদের মন জয় করার জন্য এবং তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দান করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতারে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন লীলা-বিলাস করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির এইভাবে অনুবাদ করেছেন—"পরমেশ্বর ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করে তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকটিত করেছেন। তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হয়ে লীলা-বিলাস করেন।" যেমন, ভগবান বরাহদেবরূপে তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীর উদ্ধার লীলা-বিলাস করেছেন।

শ্লোক ১১

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্তয়েদকস্মা-
দার্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা ।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁর; **নাম**—পবিত্র নাম; **শ্রুতম্**—শ্রবণ করে; **অনুকীর্তয়েৎ**—কীর্তন করে অথবা বার বার উচ্চারণ করে; **অকস্মাৎ**—দৈবক্রমে; **আর্তঃ**—দুঃখিত ব্যক্তি; **বা**—

অথবা; **যদি**—যদি; **পতিতঃ**—অধঃপতিত ব্যক্তি; **প্রলম্ভনাৎ**—পরিহাস করে; **বা**—অথবা; **হন্তি**—নষ্ট করে; **অংহঃ**—পাপী; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **নৃণাম্**—মানুষের; **অশেষম্**—অন্তহীন; **অন্যম্**—অন্যের; **কম্**—কি; **শেষাৎ**—ভগবান শেষ থেকে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আশ্রয়েৎ**—শরণ গ্রহণ করা উচিত; **মুমুক্ষুঃ**—মুক্তিকামী ব্যক্তি।

অনুবাদ

সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করে কেউ যদি অকস্মাৎ তা কীর্তন করেন, অথবা আর্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে সেই নাম একবার উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে তো সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হনই, উপরন্তু তাঁর সান্নিধ্য মাত্র অন্যের পাপরাশিও বিনাশ করতে সমর্থ হন। অতএব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কেন ভগবান শেষের নাম কীর্তন করবেন না? তাঁকে ছাড়া তিনি আর কার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন?

শ্লোক ১২

মূর্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্ ।
আনন্ত্যাদনিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্যাণ্যধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ১২ ॥

মূর্ধনি—তাঁর ফণায় বা মস্তকে; **অর্পিতম্**—ন্যস্ত থেকে; **অণু-বৎ**—ঠিক একটি অণুর মতো; **সহস্র-মূর্ধ্নঃ**—সহস্র ফণাবিশিষ্ট অনন্তদেবের; **ভূ-গোলম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **স-গিরি-সরিৎ-সমুদ্র-সত্ত্বম্**—বহু পর্বত, নদী, সমুদ্র এবং জীবজন্তু সমন্বিত; **আনন্ত্যাৎ**—অন্তহীন হওয়ার ফলে; **অনিমিত-বিক্রমস্য**—যাঁর শক্তি অপরিসীম; **ভূম্নঃ**—ভগবানের; **কঃ**—কে; **বীর্যাণি**—শক্তি; **অধি**—বস্তুতপক্ষে; **গণয়েৎ**—গণনা করা যায়; **সহস্র-জিহ্বঃ**—সহস্র জিহ্বা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

ভগবান যেহেতু অনন্ত, তাই কেউই তাঁর শক্তি অনুমান করতে পারে না। বিশাল গিরি-পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি

অণুর মতো তাঁর সহস্র ফণার একটিতে ন্যস্ত রয়েছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করেও তাঁর প্রভাব কে-ই বা বর্ণনা করতে পারেন?

শ্লোক ১৩

এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্তি ॥ ১৩ ॥

এবম্-প্রভাবঃ—যিনি এত শক্তিশালী; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তঃ**—অনন্ত; **দুরন্ত-বীর্য**—যাঁর শক্তির অন্ত নেই; **উরু**—মহান; **গুণ-অনুভাবঃ**—চিন্ময় গুণ এবং মহিমা সমন্বিত; **মূলে**—মূলদেশে; **রসায়াঃ**—রসাতলের; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **যঃ**—যিনি; **লীলয়া**—অনায়াসে; **ক্ষ্মাম্**— ব্রহ্মাণ্ড; **স্থিতয়ে**—পালনের জন্য; **বিভর্তি**— ধারণ করেন।

অনুবাদ

মহা শক্তিশালী ভগবান অনন্তদেবের গুণ এবং মহিমার অন্ত নেই। বস্তুতপক্ষে তাঁর শক্তি অন্তহীন। সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুর আশ্রয়। রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করে তিনি অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন।

শ্লোক ১৪

এতা হ্যেবেহ নৃভিরুপগন্তব্যা গতয়ো যথাকর্মবিনির্মিতা যথোপদেশ-মনুবর্ণিতাঃ কামান্ কাময়মানৈঃ ॥ ১৪ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ইহ**—এই ব্রহ্মাণ্ডে; **নৃভিঃ**—সমস্ত জীবদের দ্বারা; **উপগন্তব্যাঃ**—লভ্য; **গতয়ঃ**—গন্তব্য; **যথা-কর্ম**—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; **বিনির্মিতাঃ**—রচিত; **যথা-উপদেশম্**—উপদেশ অনুসারে; **অনুবর্ণিতাঃ**—সেই অনুসারে বর্ণিত; **কামান্**—জড় সুখ; **কাময়মানৈঃ**—সকাম ব্যক্তিদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি যেভাবে আমার শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করলাম। কর্মীদের কর্ম অনুসারে এই সমস্ত গতি নির্মিত হয়। সকাম ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন,

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।

"হে ভগবান, আমার বদ্ধ জীবন যে কখন শুরু হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে, আমি ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর কোন গতি নেই।" তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি নিবেদন করেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্য দাস। কোন না কোনভাবে আমি এই ভীষণ সমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে, তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণাসদৃশ গ্রহণ করো।"

শ্লোক ১৫

এতাবতীর্হি রাজন্ পুংসঃ প্রবৃত্তিলক্ষণস্য ধর্মস্য বিপাকগতয় উচ্চাবচা বিসদৃশা যথাপ্রশ্নং ব্যাচখ্যে কিমন্যৎ কথয়াম ইতি ॥ ১৫ ॥

এতাবতীঃ—এই প্রকার; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **রাজন্**—হে রাজন্; **পুংসঃ**—মানুষের; **প্রবৃত্তি-লক্ষণস্য**—প্রবৃত্তির দ্বারা লক্ষণীভূত; **ধর্মস্য**—কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের; **বিপাক-গতয়ঃ**—কাম্যকর্মের ফল অনুসারে গতি; **উচ্চ-অবচাঃ**—উচ্চ এবং নিম্ন;

বিসদৃশাঃ—বিভিন্ন; **যথা-প্রশ্নম্**—আপনার প্রশ্ন অনুসারে; **ব্যাচখ্যে**—আমি বর্ণনা করেছি; **কিম্ অন্যৎ**—অন্য কি; **কথয়াম**—আমি বলব; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে রাজন্, জীবেরা সাধারণত তাদের বাসনা ও কর্মফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করে এবং উচ্চ ও নিম্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বর্ণনা করলাম। এই সম্পর্কে আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, এবং মহাজনদের শ্রীমুখে আমি যা শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম। এখন আমি আর কি বলব বলুন?

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবান অনন্তদেবের মহিমা' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।